খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 21 ❑ 08 Aug, 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

স্কুলের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ প্রাক্তন সভাপতির বিরুদ্ধে

থানার দ্বারস্থ বর্তমান স্কুল কমিটি

প্রতিনিধি ঃ প্রাক্তন ছাত্রদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনে দিন কয়েক আগে পোস্ট করেছিলেন স্কুলের প্রাক্তন সভাপতি। প্রাক্তন সভাপতির এই মেসেজে শোরগোল পড়ে যায় বাগদায়। এবার সেই ঘটনার মিথ্যাচার করে স্কুলকে কালিমালিপ্ত করার অভিযোগ এনে স্কুলের প্রাক্তন ওই সভাপতি চন্দন সরকার ওরফে বাপি সরকারের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানালেন স্কুলের বর্তমান ম্যানেজমেন্ট কমিটি। বাগদার হেলেঞ্চা হাই স্কুলের ঘটনা। শনিবার স্কুলের পক্ষ থেকে বাগদা থানায় এই অভিযোগ জানানো হয়েছে। স্কুলের বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বিধানচন্দ্র রায়ের অভিযোগ, প্রাক্তন সভাপতি চন্দন সরকার স্কুলের বিরুদ্ধে ১২ থেকে ১৩ লাখ টাকা তছরুপের অভিযোগ তুলছেন হেলেঞ্চা হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। যার কোন ভিত্তি নেই। আমরা ওঁকে জানিয়েছি, আপনি স্কুলে এসে কথা বলুন এবং আরটিআইও করুন। কিন্তু উনি তাও করেননি। স্কুলকে কালিমালিপ্ত করার জন্য তিনি এই সমস্ত কাজ করছেন। সে কারণেই আমরা ওঁর শাস্তির দাবিতে থানার দ্বারস্থ হয়েছি।

প্রসঙ্গত ২০১৪ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত চন্দন বাবু হেলেঞ্চা হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি ওই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে পরবর্তী সময়ে তিনি বিজেপিতে যোগদান করেন। তারপর থেকে স্কুলের প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান কমিটির মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিরোধ চলে।

অভিযোগ স্বীকার করে হেলেঞ্চা হাইস্কুলের প্রাক্তন সভাপতি চন্দন সরকার বলেন, এর আগেও আমি অভিযোগ জানিয়েছি, স্কুলের টাকা তছরুপ হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা অকারনে ছুটি নিয়েছে, তাদের সার্ভিস বুক টাকার বিনিময়ে ফ্রেশ করে দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় পাতায়...

চালু হলো আমদানি রপ্তানি, স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার পথে পেট্রাপোল

প্রতিনিধি ঃ বাংলাদেশে অশান্তির কারণে সোমবার বিকেলের পর থেকে পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে চলা বাংলাদেশের সঙ্গে পণ্য আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে প্রায় সাতশোর বেশি ভারতীয় ট্রাক। বৃহস্পতিবার থেকে ফের চালু হলো দু'দেশের মধ্যে আমদানি রপ্তানি। সকাল আটটা নাগাদ পণ্য নিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে পণ্য নিয়ে ভারতে ট্রাক আসা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি ভয় আতঙ্ক নিয়ে পেশার তাগিদে ভারত থেকে পণ্য নিয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন ভারতীয় চালকেরা।

বন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার দু'দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক হয়। তারপর সিদ্ধান্ত হয়, বাংলাদেশে আটকে থাকা ভারতীয় পণ্যবাহী ট্রাক তারা দ্রুত খালি করে ভারতে পাঠাবেন। ভারত থেকে পণ্য বাংলাদেশে নেওয়ার নতুন করে ব্যবস্থা করা হবে। এরপরই এদিন সকাল থেকে শুরু হয় আমদানি রপ্তানি।

তৃতীয় পাতায়...

বঙ্গবন্ধুর মূর্তি ঢাকা হল বেনাপোল সীমান্তে

প্রতিনিধি : বেনাপোল গেটে আঁকা মুজিবর রহমানের ছবি ঢেকে দেওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। জানা গিয়েছে, বেনাপোল সীমান্তের বাংলাদেশি পিলারে সাদা প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু' মুজিবর রহমানের ছবি। যা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পেট্রাপোল বন্দর এলাকায়।

বনগাঁয় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দুটি গেট রয়েছে। একটি গেট দিয়ে

পণ্যবাহী ট্রাক যাতায়াত করে। অন্যটি দিয়ে মানুষজন যাতায়াত করেন। বহু বছর আগে সেই বেনাপোল সীমান্তের দুই গেটে মুজিবর রহমানের ছবি আঁকা ছিল। সেগুলি মুছে ফেলা হয়েছে। সাদা পলিথিনে মুড়ে দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় পাতায়...

চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ

মৃতদেহ সাথে নিয়ে থানার সামনে বিক্ষোভে এলাকাবাসী

প্রতিনিধি ঃ চিকিৎসকের গাফিলতিতে প্রসূতি মহিলার মৃত্যুর অভিযোগে চিকিৎসকের শাস্তির দাবিতে মৃতদেহ থানায় এনে বিক্ষোভ করল এলাকার মহিলারা। শনিবার রাতে বনগাঁ থানার ফুলতলা এলাকার শতাধিক বাসিন্দাদের বনগাঁ থানার সামনে এসে বিক্ষোভের জেরে ব্যাপক চাঞ্চল, ছড়ায়। রাতে ওই মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে, মৃত প্রসূতির নাম পায়েল দাস (২২)। বাড়ি জয়পুর ফুলতলা কলোনির দাস পাড়া এলাকায়। বছর দেড়েক আগে কৃষ্ণনগরের কালীঘাট এলাকার বাসিন্দা সুরাজ সরকারের সাথে বিয়ে হয়। গর্ভবতী অবস্থায় বাপের বাড়ি থেকে চিকিৎসা চলছিল পায়েলের। বুধবার স্থানীয় নার্সিংহোমে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় পায়েল।

মৃতের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর থেকে ডাক্তার সুব্রত মন্ডল এর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছিল তার। চলতি সপ্তাহের বুধবার বনগাঁর একটি নার্সিং হোমে পায়েলকে অস্ত্রপাচার করেন চিকিৎসক সুব্রত মণ্ডল। সেখানে পুত্র সন্তান প্রসব করে পায়েল। সন্তান প্রসবের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। পরিবারের অভিযোগ, পায়েল যে অসুস্থ হয়েছে তা চিকিৎসক বাড়ির কাউকে জানায়নি। মৃতার স্বামী জানিয়েছেন, ওই চিকিৎসকের নির্দেশে প্রথমে তাকে বনগাঁ হাসপাতালে, পরে আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসক সুব্রত মণ্ডলের নির্দেশে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। শনিবার সকালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের দাবি, সন্তান প্রসবে অস্ত্র পচারের সময় ভুল করে প্রস্রাবের নালী পথ কেটে ফেলেন চিকিৎসক। প্রস্রাব বন্ধ হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে মেয়ে। ঘটনা আড়াল করেছে চিকিৎসক। এদিন রাতে পায়েলের মৃতদেহ বাপের বাড়িতে আসতেই অভিযুক্ত চিকিৎসকের শাস্তির দাবিতে মৃতদেহ বনগাঁ থানার সামনে এনে বিক্ষোভ দেখান এলাকার শতাধিক মহিলা ও পরিবারের সদস্যরা। চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়। পরিবারের দাবি, ভুল অস্ত্রপচার, তার জন্যই অকালে মৃত্যু হয়েছে পায়েলের। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে বনগাঁ থানার পুলিশ। যদিও অভিযুক্ত চিকিৎসক ভুল চিকিৎসার কথা মানতে চাননি। তিনি জানিয়েছেন, তিনি সঠিক চিকিৎসা করেছিলেন।

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা

চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ২১ ❐ ০৮ আগস্ট, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

বর্ষার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে সংক্রামক মশা

বিলম্বিত বর্ষায় নাজেহাল দক্ষিণবঙ্গ। কালের হিসাবে বর্ষাকাল প্রায় শেষ। তখনই শুরু হয়েছে বর্ষার দাপট। উর্দ্ধমুখী সবজী বাজারের উপর এই বর্ষা ভয়ানক হয়ে দাঁড়িয়েছে মধ্যবিত্তের কাছে। তার উপর নালা-খানা-খন্দে জমা জলের কারণে বেড়েছে মশার দাপট। ডেঙ্গি দমনে স্থানীয় প্রশাসন সতর্কতা মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তা কতটা কার্যকরী হবে তা ভাবার বিষয়। বনগাঁ পৌরসভা ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারী ছাড়াও জমা জলে মশার লার্ভা ধ্বংস করার জন্য অস্থায়ী পৌরকর্মীদের দিয়ে কীটনাশক ছড়ানোর কাজ শুরু করেছে। এই কীটনাশক ছড়ানোর কাজে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ কতটা গুরুত্ব সহকারে কাজ করে বা করবে সে বিষয়ে ভাবনা থেকে যায়। কেননা সরকারী নিয়মে তো কাগজ কলমই শেষ কথা। কর্তব্যরত ব্যক্তিবর্গ যদি কোন এক বাড়িতে কীটনাশক প্রয়োগ করে, ঐ বাড়ির লোকদিয়ে প্রতিবেশি দশজনের নাম লিখিয়ে নেয়, তাহলে যে কে সেই! মশার দাপট চলতেই রইল। ডেঙ্গি আটকায় কে! পৌরসভার সজাগ দৃষ্টির মাধ্যমেই শুধু মাত্র সম্ভব মশা নিধন করা, তা না হলে সমস্ত আয়োজনই বৃথা।

পান্থজনের পথলিপি

দেবাশিস রায়চৌধুরী

[প্রতিনিয়ত মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে এতদিন সে শুধু মাটি দেখেছে। রাস্তায় চোখ রেখে চিনেছে অজস্র পায়ের মানচিত্র।এভাবেই পড়া হয়ে গেছে ছোটো বড় পায়ের বিচিত্র ভূগোল। তখন তার চারপাশে সবাই ব্যস্ত ছিল পদপল্লব উপাসনায়। সে নিজেও তো এই সিলেবাসের ছাত্র ছিল। পরিচিত পাঠাভ্যাসে,হেঁটমুণ্ড উর্ধপদ সে কখনও আকাশ দেখেনি। কোনও পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় সে পায়নি। আজ পথের প্রান্তদেশে এসে হঠাৎ তার পদস্খলন হল। এখন চিৎপাত শুয়ে এক পান্থ দেখছে তার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। কী অপার মহিমা তার ! এবার দু'হাত মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে সটান। ছটফটিয়ে উঠছে পা। পথ ডাকছে। ডাকছে সিলেবাসের বাইরের এক অন্য জীবন। সে এখন প্রান্ত পথের পান্থ। সেই অচেনা-অজানা জীবন তাকে দেখতে হবে,ছুঁতে হবে,ঘ্রাণ নিতে হবে। তারপর লিখে রাখতে হবে পথের কথা,পান্থজনের টুকরো সংলাপ, প্রান্তবাসীর ঘর গেরস্থালীর নিত্য যাপনকথা। যা কখনও হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নকথা হয়তো বা কল্পকথা।]

ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে

জুলাই এর শেষ সপ্তাহ; বহুদিন পরে বর্ষা নেমেছে। রাতের রিমঝিম বৃষ্টি। পান্থ ব্লু'টুথে গান শুনছিল, বর্ষার গান। মান্না দে'র কণ্ঠে, "শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে" ঘরের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে বর্ষায় ভিজতে ভিজতে চলে যাচ্ছে দূরে, অনেক দূরে। আবার দূর, অনেক দূর থেকেও ভেসে আসছে এক ব্যথাতুর মানুষের করুণ জীবন কাহিনী। এই শ্রাবণে যার জন্ম এবং মৃত্যুও এই মাসে। গান শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পান্থর চোখের সামনে চলচ্চিত্রের মত ভেসে উঠছে কিছু খন্ড দৃশ্য....

১৯৭৪ সালের ২০ শে জুলাই বাংলাদেশের পি.জি. মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গুরুতর অসুস্থ এক রোগীকে নিয়ে এসেছেন তার বন্ধু স্বজনরা। রোগীর নাম কাজী কামাল উদ্দিন আহমেদ। তাঁকে যদি একটা কেবিন অথবা আইসিইউতে ভর্তি করা যায়— এই জন্য তার স্বজনেরা যখন অনুরোধ করছেন তখন ডাক্তাররা বারবার জিজ্ঞেস করছেন--- এই ভদ্রলোক কী কোনও প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার? তাহলে ভাবনা চিন্তা করা যেতে পারে। উত্তরে তার স্বজনেরা বারবার বলছেন, ---- কোনও গেজেটেড অফিসার না হলেও ইনি বাংলাদেশ বেতারের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস এ কাজ করেছেন। বাংলাদেশ শিল্প কলা একাডেমি তাকে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। এর চিকিৎসায় কোন অবহেলা করবেন না দয়া করে। তা সত্ত্বেও হাসপাতালের তরফে তিনি ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসার কিনা? এই প্রশ্ন বারংবার করা হতে থাকে। অবশ্য এই অসাধারণ প্রশ্নের উত্তরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হওয়ার আগেই চিরতরে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন বাংলা সংগীত জগতের এক দিকপাল। বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত শিল্পী কার্যত বিনা চিকিৎসায় ইহলোক ত্যাগ করলেন। দেশভাগের পর কামাল উদ্দিন আহমেদ কিন্তু পাকিস্তানি নাগরিক ছিলেন না। দেশভাগের সময় যেমন অনেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে এদেশে চলে এসে ভারতের নাগরিক হয়েছেন অথবা বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে অনেকে ওই দেশ থেকে এই দেশে এসে বসবাস করছেন, কাজী কামাল উদ্দিনের ক্ষেত্রে এমনটিও ঘটেনি। বরং তিনি ছিলেন ভারতীয় নাগরিক এবং দেশভাগের অনেক পরে স্বেচ্ছায় ১৯৬৭ সালে ঢাকায় গিয়ে বসাবার শুরু করেন।

জন্মসূত্রে তিনি মুসলিম ছিলেন না। তাঁর বাবার নাম তারাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। বড় দুই ভাইয়ের নাম বিমল দাশগুপ্ত ও সুবল দাশগুপ্ত। কাজী কামাল উদ্দিনের প্রকৃত নাম ছিল কমল দাশগুপ্ত। এতক্ষণে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, আমরা এই উপমহাদেশের বিখ্যাত গায়ক এবং সুরকার, শিল্পী কমল দাশগুপ্তকে নিয়ে আজ আলোচনা করছি।

কমল দাশগুপ্তের সঙ্গীতে হাতেখড়ি

চলবে...

তরুণ দলের বাৎসরিক উৎসবে রক্তদান ও নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ তরুণ দল ক্লাবের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এবার রক্তদান উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক অমর মজুমদার জানান, আগামী ২৩ আগষ্ট থেকে ৩ দিন ব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রথম দিন থাকছে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী।

তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও থাকছে সংগীত, নৃত্য এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। থাকছে নৃত্যনাট্য ছাড়াও স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান।

শেষ দিনে সন্ধ্যায় পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে পরিবেশিত হবে বিচিত্রানুষ্ঠান। তরুণ দলের আসন্ন এই বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতাকে ঘিরে এলেকার সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

যমজ মানুষের সমাজ তাত্ত্বিক অন্বেষণ

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

বৃন্দাবনের জমজ বৃক্ষ যমলার জুন আজও বিখ্যাত। নারদের অভিশাপে কুবেরের দুই পুত্র নল কুবর ও মনীষীর যে গাছটিকে পরিণত হয়েছিল ভালো কৃষ্ণ খেলতে খেলতে ওই যমুনার জুনকে ভেঙে ফেললে দুই ভাই সাপভুক্ত হন এটাও তো জোড়া জীবনের কাহিনী অশ্বিনী কুমার মধু গেট অফ ও বেদন্ত দেহে এক না হলেও তাদের জন্ম মৃত্যু কাজকর্ম একই সঙ্গে। কেউতো জমজের নিদর্শন ইউরোপের রূপকথা কেউ অনেক জমজের উদাহরণ আছে গ্রীক রোমান দেবতারা জেনাসের দুটো মুখ ছিল সেন্টার দজড়া হাত-পা বিশিষ্ট এক মস্তক মানুষ এ ছাড়া সারা ইউরোপ জুড়ে প্রিয় মূর্তিটির দুই মাথা বিশিষ্ট ঈগল পাখি।

ভারতের পুরাণে আরেকটা গল্প হল ওয়াবতীর গল্প। ওয়াবতী একইসঙ্গে দু জোড়া জীবনের অধিকারী ছিল। এ এক বিচিত্র গল্প। বাস্তবে মেলাতে গেলে ফল শূন্য হতে পারে, তবে পড়তে কার না ভালো লাগে? ফ্যান্টাসি জগতে বিচরণ করা যাক। ইথাবু বংশের রাজপুত্র সুদর্শনের বউও ভগবতী। ভগবতীর স্বামীকে ধর্ম পরীক্ষা করার জন্য নানা শলাকলায় তাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছিলেন।

আর ওয়াবতী সামনেই তাকে হাত পেতে মুক্ত করে আনছিলেন আর নিজের তপস্যার জোরে ভগবতী ওগোবতী একইসঙ্গে দুটি জীবন যাপন করা করা শক্তি পেলেন ব্রহ্মবাণী, নিজেও তপস্যার প্রভাবে অর্ধ শরীর দ্বারা রঘুপতি নদীর উপর লোক পবন এবং অর্ধ শরীরে সুদর্শনের অনুকরণ করলেন। লোক পাবেন অর্থাৎ নদীর রূপ ধরে জনগণের সেবা করা। একই শরীরে এই দুটি সত্যই তো যমজ, তবে এ যমজ কোন শ্রেণীতে পড়বে সেটা ভিন্ন কথা।

... সমাপ্ত

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

এক

যে কোনও প্রাণীর শরীরের প্রধান দুটি ব্যস্ত অঙ্গ চোখ আর কান। আমিও একজন প্রাণী। গোত্র হিসাবে হয়তো অনেক উন্নত শ্রেণি ভুক্ত। মানুষ।

আমার চোখ কান যথেষ্ট সচেতন। অদৃশ্য কিছুই আমার চোখে ধরা দেয় না। গাঢ় অন্ধকারেও আমি কিছু দেখতে পাই না। মনের কোনায় অনেক কিছু আসা-যাওয়া করে। 'চোখ ঠারে না'। মন দিয়েই দেখতে হয় ; তা না হয় হল।

ব্যাঙ্গালোরে আসার পরে সারাদিন রাতে আমার দর্শন ইন্দ্রিয় চোখের সাহায্যে যা দেখে চলেছি; তাতে চোখের বিশ্রাম দেওয়ার সময় পাচ্ছি না। কোনও কিছু দেখার সময় চোখেরও বিশ্রাম দিতে হয়। একেবারে আন ব্লিংকিং অবস্থা। কিন্তু আমি কি করব, যা কিছু দেখি তার থেকে যে চোখ সরে না।

শোঁ... শোঁ...করে জলীয় বাতাস বইছে। তবুও আমার ব্যালকনি থেকে উঠতে ইচ্ছা করছে না। সামনে অর্ধেকটা আকাশ আমার চোখে ধরা দিচ্ছে। এত খোলামেলা জায়গায় । আমি আগে কোনও দিনও আকাশের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থেকে আকাশ দেখিনি। শুনেছিলাম ব্যাঙ্গালোর নাকি মানুষ বসবাসের আদর্শ জায়গা। সকাল সাড়ে দশটায় ফ্লাইট থেকে নেমেই তা বুঝতে পেরেছি। জামাই দিব্যেন্দু আমাদের নিত এসেছে । কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে নিজেই ড্রাইভ করে? নিয়ে এসেছে। আমি আর নিরুপমা এসেছি ব্যাঙ্গালোরে।

হঠাৎ পিছন দিক থেকে একটা ধীর অথচ কঠোর আদেশ ভেসে আসল, "তুমি এই ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে এখানে বসে আছ! আমি যা সন্দেহ করেছিলাম ঠিক তাই হল।"

আমার একবার মনে হয়েছিল, এই ধমকটা আমাকে শুনতেই হবে! এটা আমার বর্তমান শাসকের ধমক। পরিবার মধ্যস্থ মানুষজনের মধ্যে আমিই এখন বয়োবৃদ্ধ। তাই পরিবারে ইনি ছাড়া আমাকে ধমক চমক দেওয়ার কেউ নেই। আমার কথা সকলেই মান্য করে। যিনি ধমক দিলেন তিনিও মান্য করেন। অন্য কারও ধমক- চমকে আমি পাত্তা না দিলেও ইনার ধমকে আমাকে পাত্তা দিতে হয়। কখনও কখনও ফোনেও ধমক খাই। বাড়িতে প্রয়োজনে আমার কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করার মতো আছেন একজনই। তার কথা না শুনলে ফোনে মেয়েকে একসময় জানিয়ে দেন। মেয়ে হসপিটাল থেকে বাড়ি এসে, 'আমি পৌঁছেছি' বলার আগেই শাসন শুরু করে দেয়। সেখানে আমার কোনও কৈফিয়ত চলে না।

মেয়ের প্রণাম করা সারা হলে বললাম, "তুই এ কথা বলবি আমি জানতাম। দেখ না, তাইতো আমি আঁটোসাঁটো জামা পরে মাথায় টুপি দিয়ে এখানে বসে আছি। তুই তো এসব কিছু দেখতে পাস না। দেখ না ওই নরম নরম অল্টো-কিউমুলাস মেঘের মাঝখানে নীল আকাশের অংশোটাতে ঠিক জিষ্ণুর মতো একটা ছোট্ট ছেলে খেলা করছে না! আর কিছুটা দূরে ওই যে সাদা চামোরের মতো সিরাস মেঘ দেখা যাচ্ছে, সূর্য ডোবার শেষ সময়ের আলোয় যে বর্ণচ্ছটা সৃষ্টি হয়েছে তা খানিকটা রামধনুরের রঙের মতো। তাই না!"

"তুমি আমাকে ঐসব কথা বলে ভোলাতে পারবে না" তনয়া খানিকটা রুষ্ট স্বরে এই কথা বলল।

আমার স্তোক বাক্যে কাজ হল না দেখে একটু স্তিমিত স্বরে বললাম, "আমি ঠিক আছি। তোদের এখানে আসতে হবে জেনে, তখন থেকে গুগলে ওয়েদার রিপোর্ট দেখেছি। এখানে এসে সেটা প্রত্যক্ষ করছি।"

"আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে। যখন এখানে বাতাস বইবে না তখন বসতে পারো। তোমার ফ্লাইটে আসার সময় কোনও শ্বাসকষ্ট হয়নি তো ?"

"পাত্তা দিইনি। অনেকবারই ফ্লাইটে যাতায়াত হল। প্রথম প্রথম মনে হতো 'এই যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।' এখন আর এসব মনেও হয় না।"

জিষ্ণু ওর দিদার পাশে শুয়েছিল। আমাদের এইসব কথাবার্তার মধ্যে ওর মায়ের গলার আওয়াজ পেয়েছে। ঘুম ভেঙ্গে উঠেই কান্নাকাটি শুরু করেছে। আমি ওকে বললাম, " যা যা ওকে আগে কোলে তুলে নে। কত সময় দেখিনি। এতদিন তো তোর কোলে কোলেই মানুষ হয়েছে। এখন অনেকটা সময় অন্য কারও কাছে থাকতে হচ্ছে। এটা ওর পক্ষে সামলান মুশকিল।" উদ্ধার কর্তা এবারের মতো বাঁচিয়ে দিল। তনয়া চলে গেল জিষ্ণুর কাছে।

দুই

২০২৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের গরম টা আমদের পশ্চিমবঙ্গেই সহ্য করতে হল।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতেই এপ্রিল মাসের গরমটা কাটিয়ে ছিলাম তনয়াদের সাথে। সে সময়ে এপ্রিল মাসেই ৪২,৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস উত্তাপ দিল্লিতে। জুন মাসে জিষ্ণুর অন্নপ্রাশন। মে মাসের ১৩ তারিখে বাড়িতে এক নিকট আত্মীয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন। আমরা দিল্লি থেকে ন'তারিখে চলে আসলাম। বিয়ের অনুষ্ঠান মেটার পর থেকেই গরম অনুভব করা শুরু করলাম। পশ্চিমবঙ্গে এ সময়ের গরম ও চরমে উঠল। বাড়িতে নিচের ঘর দুটোই বেশ ঠান্ডা। ঠান্ডা বলাটা ঠিক হল কিনা জানিনা। তবে ঠান্ডাই। উত্তপ্ত দুপুরে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে ফ্যান চালিয়ে রাখলেই ২৭,২৮ ডিগ্রি তাপ থাকে। ৪০ ডিগ্রীর থেকে যথেষ্ট ঠান্ডা।

আসলে আমার নিচের ঘরটা

চলবে...

বিদ্যাসাগর বাণীভবন স্কুলে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত গুরু পূজন

নীরেশ ভৌমিক ঃ পৃথিবীর সক ধর্ম ও সমাজে মা কেই উচ্চতম স্থান দেওয়া হয়েছে। তাইতো বলা হয় জননী

জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়শী। এই অমৃতবানীকে পাথেয় করে বিগত বছরের ন্যায় এবছর ও গুরু পূর্নিমা উপলক্ষে মাতৃ বন্দনার আয়োজন করে অশোকনগরের বিদ্যাসাগর বানীভবন উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ। এদিনের গুরুপূজন অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণের শুধু মাতৃ দেবী নয়। পিতৃদেবগণেরও চরন যুগল ও পূজিত হয়। কারন সন্তানের জীবন ও চরিত্র গঠনে পিতা মাতা উভয়েরই অনস্বীকার্য। বিশ্বের আদি গুরু হিসেবে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন পায়ন বেদব্যাসকে মান্য কার হয়। মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস এই পূর্নিমা তিথিতেই জন্মগ্রহন করেন। ১৮ টি পুরান গ্রন্থের সংকলক বেদব্যাস নানাবিধ জ্ঞান গ্রন্থের ও একত্রিত করেন সে কারনেই তিনি সারা বিশ্বের সনাতনীদের কাছে গুরুরূপে পূজিত হন। এদিনের গুরু পূর্নিমার পুন্যতিথিতে বিদ্যালয় আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক গুরু পূজন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্ষিয়ান সাংবাদিক মৃনাল কান্তি সাহা, পাঁচুগোপাল হাজরা, সুদিন গোলদার, সুজিত দুয়ারী, কার্তিক ইন্দু, স্বপন গুপ্ত, অরিন্দম দে, শ্রাবনী সেন, ছিলেন মছলন্দপুরের কেওটশা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান প্রমুখ। সামাজিক অবক্ষয়ের মাঝে শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা সহ সকল গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে এধরনের কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম বলে বিশিষ্টজনের মন্তব্য করেন। বিদ্যালয়ের সুকুমারমতি পড়ুয়াদের মধ্যে প্রকৃত মূল্যবেধ জাগ্রত করা এই কর্মসূচীর অন্যতম উদ্দেশ্য পিতা-মাতা সহ সকল গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন কাল থেকে যা এদেশের মানুষ পালন করে আসছেন। শিক্ষালয়ে এই বোধটুকু জাগিয়ে তুলতে পারলে পড়ুয়াগন শুধু নিজের পিতা মাতাকেই নয়, অন্যের পিতা-মাতা এবং সঙ্গে অন্যান্য গুরুজনদের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে। এদিন ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭সপ্তম শ্রেনির ৫৫ জন পড়ুয়া তাদের পিতা-মাতাকে ফুল চন্দন সহ নান উপাচারে পুজো করেন, শ্রদ্ধা জানান। এবছর দিনটি রবিবার ছুটির দিন থাকলেও পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবক এবং বহু বিশিষ্ট জনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রেমী এবং বহুগুনের অধিকারী প্রধান শিক্ষক ড. মনোজ কুমার ঘোষের উদ্যোগে আয়োজিত গুরু পূজনের এই অনুষ্ঠান এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

চিরন্তন-এর নাটক কর্মশালা

প্রতিনিধি ঃ শুধু বড়দের জন্য নয়, পরবর্তী প্রজন্মের নাট্যকর্মী তৈরির উদ্দেশ্যে শিশু-কিশোরদের নিয়ে ২২ থেকে ২৭ এ জুলাই গোবরডাঙ্গা আদিবাসী শিশু কল্যাণ বিদ্যাপীঠ— এ প্রযোজনা ভিত্তিক নাটকের কর্মশালা আয়োজন করেছিল অন্যতম নাটকের দল গোবরডাঙ্গা চিরন্তন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ব্যাসদেব পাল খুব আনন্দের সঙ্গে এটিকে গ্রহণ করে ৩৬ জন ছেলে-মেয়ে এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবার জন্য ব্যবস্থা করে দেন। খুবই উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে কর্মশালার অন্যান্য কাজের সাথে কায়িক পরিশ্রম সহকারে সুকুমার রায়ের গল্প নিয়ে ছেলেমেয়েরা উকিলের বুদ্ধি অনু নাটকটি তৈরি করে। এই ছ'দিনের কর্মশালা পরিচালনা করেন গোবরডাঙ্গা চিরন্তনের পরিচালক অজয় দাস, সহযোগিতায় লক্ষ্মণ বিশ্বাস, সায়ন দাস, এ ছাড়া বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ এই কর্মশালায় যথেষ্ট সহযোগিতা করেন, ২৭ তারিখ প্রদর্শনী শো শেষে প্রধান শিক্ষক ব্যাসদেব পাল অভিভাবক অভিভাবিকাদের উদ্দেশ্যে বলেন, শুধু পড়াশোনা, নয় গান বাজনা— খেলাধুলার পাশাপাশি নাটক শিশু কিশোরদের সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে

যথেষ্ট সহায়তা করে, পরিচালক অজয় দাস বলেন নাট্য অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে একটি ছেলে বা মেয়ের সামগ্রিক বিকাশ হয়, সবশেষে দলের সম্পাদিকা সুতপা কর্মকার প্রধান শিক্ষকের হাতে দলের একটি স্মারক তুলে দিয়ে ছয় দিনের কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পাচার বিরোধী দিবসে পাচার বন্ধের শপথ বারাসাত উন্নয়ন প্রস্তুতির

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও ৩০ জুলাই মর্যাদা সহকারে বিশ্ব পাচার বিরোধী দিবস পালন করে জেলার অন্যতম সমাজ সেবি সংস্থা বারাসাত উন্নয়ন প্রস্তুতি। এদিন মধ্যাহ্নে গাইঘাটার সুটিয়া অঞ্চলের বিষ্ণুপুর ফরিদকাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ ঘোষ, সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পম্পা পাল, সমাজকর্মী তৌফিকুল হাসান, রমা সাহা, হাকিম সরকার, নারায়ণ চন্দ্র দাস প্রমুখ।

প্রধান শিক্ষক প্রদীপ বাবু বলেন, বিশ্বপাচার বিরোধী দিবসে বিদ্যালয়ে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার

আয়োজন করায় আয়োজক বারাসাত উন্নয়ন প্রস্তুতি কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানান। শ্রী ঘোষ জানান, বর্তমানে অল্প বয়সী মেয়েদের পাচার হওয়ার ঘটনাই বেশি ঘটছে। তবে এই এলাকায় বারাসাত উন্নয়ন প্রস্তুতি পরিচালিত বিজয়িনী ও যুবশক্তি দল নারী পাচার বিরোধী নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে এলেকার মানুষজনকে সচেতন করার ফলে এলেকায় পাচারের ঘটনা অনেকটাই কমেছে। তবে এর মধ্যেও কয়েক মাস পূর্বে বিষ্ণুপুর গ্রামের একটি কিশোরী কন্যার পাচার হওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেল। এরকম অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ে এবং নাবালিকা বয়সে সন্তান হলে তাদের শারীরিক নানা সমস্যায় ভুগতে হয়ে বলে সমাজকর্মীরা জানান। স্বেচ্ছাসেবিকা রমা দেবী জানান, প্রতি বছর এই দিনটি আমরা গুরুত্ব সহকারে পালন করে থাকি। গ্রামে গঞ্জের সাধারন মানুষজনকে সচেতন করার প্রয়াস চালাই। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য পাচার মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা। শুধু তাই নয়, বারাসাত উন্নয়ন প্রস্তুতি শুধু পাচার রোধেই কাজ করে না। পাচার হওয়া মেয়েদের উদ্ধার করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনে স্বনির্ভর করে তোলার কাজও করে থাকে। বারাসাত উন্নয়ন প্রস্তুতি কর্নধার রঞ্জিত দত্তের পরিচালনায় সংস্থার সদস্য-সদস্যাগণ জেলার বিভিন্ন ব্লকে পাচার বন্ধে কাজ করে চলেছে। সংগঠনের সদস্য-সমাজ কর্মীগণ বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে আলোচনার সভা ও নাট্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষজনকে সচেতন করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। চিরতরে পাচার বন্ধ করাই তাঁদের এক মাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। সমাজকর্মী নারায়ণ চন্দ্র দাস বলেন, শুধু পাচার বন্ধ নয়, ১৮ বৎসরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে বন্ধ করতেও সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। নাবালিকা বিয়ের কুফল সাধারন মানুষজনকে বোঝাতে হবে। এদিনের আলোচনা সভার শেষে সংগঠনের সদস্যগণ 'পূজারিনীর জীবন কাহিনী' শীর্ষক একটি অনুনাটক পরিবেশন করে। নাটকটিতে নারী পাচার ও নাবালিকা বিয়ে বন্ধের বিষয়গুলি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। নাটক আলোচনা সভা সহ নানা অনুষ্ঠানে এদিনের সমগ্র কর্মসূচী সার্থক হয়ে ওঠে।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯১৩৪২২৮৫১৩
৯৬৪৭৭৯১৯৮৬
৮৯৭২৮০০০৮৪

টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ প্রাক্তন সভাপতির বিরুদ্ধে

প্রথমপাতার পর...

স্কুলকে বাঁচানোর জন্য আমি প্রাক্তন ছাত্রদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লিখেছিলাম।

হেলেঞ্চা হাই স্কুলের সহ শিক্ষক তথা তৃণমূলের পশ্চিম ব্লক সভাপতি অঘোর চন্দ্র হালদার বলেন, 'কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে আগে সঠিক তথ্য জানতে হয়। চন্দন বাবু সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে স্কুল সম্পর্কে নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে। মিথ্যাচার করে স্কুলের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করছে। তাই ওঁর শাস্তির দাবিতে থানার দ্বারস্থ হয়েছি।

বঙ্গবন্ধুর মূর্তি ঢাকা হল

প্রথমপাতার পর...

ভারতীয় ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, গতকাল তাঁরা বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখেছিলেন। আজ সকালে এসে তাঁরা দেখেন প্রতিটি জায়গা থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি মুছে সাদা রঙ করে দেওয়া হয়েছে।

তাঁদের দাবি, মুজিবর রহমানকে দেওয়াল থেকে মুছে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু বাঙালির মন থেকে মুছে দেওয়া যাবে না।

স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার পথে পেট্রাপোল

প্রথমপাতার পর...

বন্দরের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছে, দিন কয়েকের গোলমালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসে পেট্রাপোল বন্দরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকশো ট্রাক। তার মধ্যে পচনশীল বস্তুও রয়েছে। আমদানি রপ্তানি বন্ধ থাকায় তারা চরম ক্ষতির মুখে পড়েছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, এদিন আমদানি রপ্তানি শুরু হলেও তা চলছে মন্থর গতিতে। এবার হয়তো স্বাভাবিক ছন্দে ফেরা শুরু হয়েছে। পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, "আজ প্রায় ৩০০ ট্রাক পণ্য নিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছে। পাশাপাশি প্রায় দেড়শ ট্রাক পণ্য নিয়ে ভারতে এসেছে। আশা করছি দ্রুত স্বাভাবিক হবে পণ্য পরিবহন।

প্রয়াণ দিবসে কবি বন্দনা গোবরডাঙা লেখক শিল্পী সংসদের

নীরেশ ভৌমিক ঃ ২২ শে শ্রাবণ বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৪ তম প্রয়াণ দিবস মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করে গোবরডাঙা লেখক শিল্পী সংসদের সদস্যগণ। এদিন অপরাহ্নে স্থানীয় গবেষনা পরিষদ এর সভাকক্ষে কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রবীণ কবি ও সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সমাজকর্মী কালিপদ সরকার, অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ড. সুনীল বিশ্বাস, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক ড. অমৃত লাল বিশ্বাস ও শ্রী শংকর। উদ্যোক্তারা সকলকে পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন। বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে এদিন মাসিক গোবরডাঙা পত্রিকার ৮ম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। স্বাগত ভাষণে অন্যতম উদ্যোক্তা বিশিষ্ট কবি ও লেখক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসের বিভিন্ন ঘটনা সমূহ তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। বক্তব্য রাখেন শিক্ষক কালিপদ সরকার ও ড.সুনীল বিশ্বাস। বিজ্ঞান সেবক শ্রী বিশ্বাস কবিগুরুর বিজ্ঞনভাবনার বিষয়টি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁরই গান গেয়ে শোনান বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী প্রবীর হালদার, দীপ্তি পামানিক ও কল্পনা পাল। জেলার বিভিন্ন প্রাপ্ত থেকে আসা কবি সাহিত্যিকগণ স্বরচিত কবিতা ও রচনা পাঠে কবিকে স্মরণ করেন ও শ্রদ্ধা জানান। উল্লেখযোগ্য কবি-সাহিতিকেগণের মধ্যে ছিলেন, অর্চনা দে বিশ্বাস, টুলু সেন, মধুমিতা রায়, সামিরুল হক, বরুণ হালদার, রাজু সরকার, তাপস তরফদার, কৃষ্ণ প্রসাদ ব্রহ্ম, বিজন মণ্ডল, সুনন্দা বোস, নবকুমার বিশ্বাস, ধীরাজ রায় ও প্রয়াস আশ্রমের কচিকাঁচা পড়ুয়ারা। তবে ওপার বাংলায় সাহিত্য সংস্কৃতির উপর আক্রমন এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সহ বিশিষ্টজনদের মূর্তি ভাঙার ঘটনায় সমবেত কবি সাহিত্যিকগণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। প্রতিবেশি পত্রিকা (নব পর্যায়) গোষ্ঠীর সহযোগিতায় এদিনের কবি বন্দনার অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

এখানে ডিজিট্যাল সিগ্‌নেচার এর জন্য যোগাযোগ করুন
আশীর্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স
কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা ☎ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

সরকারিভাবে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করা উচিত

এম এ হাকিম, বনগাঁ : খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে, তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সুযোগ

সুবিধা প্রদানে সরকারকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ইসমাইল সরদার। রবিবার অশোকনগরে এক অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, সরকার যদি গ্রাম-গঞ্জের খেলোয়াড়দের দিকে লক্ষ্য রাখে, তাদের যদি সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে, তাদের যোগ্য করে তোলে, তাহলে তারা ভালো সাফল্য পেতে পারেন এবং অলিম্পিকের মত প্রতিযোগিতাতে দেশের হয়ে পর্যাপ্ত পদক আনতে সমর্থ হবেন। রাজ্য বা জাতীয় স্তরে সফল হওয়া খেলোয়াড়দের একাংশ উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার অভাবে হারিয়ে যাওয়ায় তারা অন্য কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছেন বলেও মন্তব্য করেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রীড়াবিদ এবং ক্রীড়া সংগঠন অ্যাথলেটিক কোচেস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর কনভেনর ইসমাইল সরদার। এজন্য তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত, এদিন অশোকনগরে নব সৃষ্টি নামে একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে রক্তদান অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসমাইল সরদার, অশোকনগর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবোধ সরকার ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

জন্মদিনে প্রথিতযশা গায়ক কিশোর কুমারকে শ্রদ্ধাঞ্জলি গাইঘাটা আর্টিস্ট ফোরামের

নীরেশ ভৌমিক ঃ আভাষ কুমার গাঙ্গুলী প্রথিতযশা গায়ক ও নায়ক। চলচ্চিত্র ও সংগীতজগতে যিনি কিশোর কুমার নামেই সুপরিচিত। প্রবাদ প্রতিম সংগীত শিল্পী কিশোর কুমার এর ৯৬ তম জন্ম দিন ছিল গত ৪ আগষ্ট। দিনটিকে স্মরনীয় করে রাখতে কিশোর কুমারের অনুরাগীগণ কিংবদন্তী গায়কের জন্মদিন মহাসমারোহে পালন করেন। নবগঠিত গাইঘাটা আর্টিস্ট ফোরাম কিশোর কুমারের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এদিন স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে।

এদিন সকালে চাঁদপাড়া বাজার পার্শ্বস্থ অনুষ্ঠান অঙ্গনে জাতীয় ও সংগঠনের শ্বেত শুভ্র পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত কিশোর কুমার স্মরণ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কিশোর কুমার এর

সুসজ্জিত প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান আর্টিস্ট ফোরামের সদস্য সদস্যাগণ।

রক্তের কোন বিকল্প নেই। মানুষের প্রয়োজনে, মানুষকেই রক্ত দিতে হয়, তাই রক্তদান মহৎ দান রক্তদান জীবন দান। এই আদর্শকে সামনে রেখেই এদিন আর্টিস্ট ফোরাম আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে ২৯ জন কিশোর কুমারের অনুরাগী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহ করেন বনগাঁ জে,আর ধর মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ জি পোদ্দার ও স্বাস্থ্য কর্মীগণ। অপরাহ্নে প্রথিত যশা সংগীত শিল্পী কিশোর কুমারের স্মরণে আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানে উপস্থিত আর্টিস্ট ফোরামের সদস্য সংগীত ও যন্ত্র শিল্পীগণ সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেন। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত গুনীজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শিক্ষক মধুসূদন সিংহ, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নিরুপম রায়, সদস্য শ্যামল সরকার, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস (রনা), উপ-প্রধান বৈশাখী বর, প্রাক্তন প্রধান মনিমালা বিশ্বাস, সংস্কৃতি প্রেমী সুভাষ রায়, প্রবীর চক্রবর্তী, ভবেশ দত্ত, কিশোর বিশ্বাস, প্রসাদ চক্রবর্তী ও ডাঃ সজল বিশ্বাস প্রমুখ। আর্টিস্ট ফোরামের সভাপতি অমিত মজুমদার ও সম্পাদক স্বপন দত্ত সকল বিশিষ্টজনদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ফোরামের সদস্যগণ অতিথিবৃন্দকে পুষ্প স্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট অতিথি বৃন্দ গাইঘাটা ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের সংগীত ও যন্ত্র শিল্পীদের একাত্রিত করে এ ধরনের একটি মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজক আর্টিস্ট ফোরমের সদস্য-সদস্যাগণকে সাধুবাদ জানান। সেই সঙ্গে সুস্থ্য সংস্কৃতি ও মনোজ্ঞ সংগীতের প্রসারে আগামী দিনে এই ধরনের আরোও অনুষ্ঠানের আয়োজনের আহ্বান জানান। বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গোবিন্দ কুন্ডুর পরিচালনায় গুনীজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

গুনীজন সংবর্ধনা শেষে প্রখ্যাত মিউজ্যিক ডিরেক্টর অশোক কুমার সরকার মঞ্চে এসে কিশোর কুমারের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর মিঠুন বিশ্বাস ও মিঃ রাঠোর এর পরিচালনায় শুরু হয় সংগীতানুষ্ঠান। অনেক রাত অবধি সনাম খ্যাত সংগীত শিল্পীগণ পরিবেশিত সংগীতানুষ্ঠানে এলেকার অসংখ্য সংগীত প্রেমী মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ে।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে কবি প্রণাম

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৭ আগষ্ট কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৪ তম তিরোধানে দিবস নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করে গাইঘাটা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও বিবেকানন্দ স্মৃতি মনিমেলার সদস্যরা। আশ্রমের প্রানপুরুষ বিশিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতী শংকর নাথের উদ্যোগে সমবেত শিক্ষার্থীরা কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানায়। সংগীত শিক্ষিকার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আশ্রমবাসী পড়ুয়ারা কবিগুরুর সংগীতে অংশ গ্রহন করে। ছাত্র-ছাত্রীরা কবিগুরুর সংগীত ও কবিতা আবৃত্তির মধ্যদিয়ে গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজোর মাধ্যমে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। কবি বন্দনার অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

জমে উঠেছে ঢাকুরিয়ার শ্রাবণী মেলা

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও শ্রাবণ মাসে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি পার্শ্বস্থ তরুণদল ক্লাব সংলগ্ন প্রাঙ্গনে শুরু হয়েছে শ্রাবণী মেলা। মেলায় রয়েছে টয় ট্রেন, মিনি দোলনা ও হরেক রকমের মনোহারি ও খাবারের দোকান। বর্ষা না হলে প্রতিদিন অপরাহ্ন থেকে এলেকার মানুষজন মেলায় ভিড় জমাচ্ছেন, কেনা কাটা করছেন। ছোটদের টয় ট্রেন ও দোলনা ছাড়াও বিভিন্ন খেলনা এবং মেয়েদের সাজ সজ্জার জিনিসপত্র ছাড়াও গৃহিনীদের গৃহস্থালির সামগ্রীর দোকানের সামনে বেশ ভিড় চোখে পড়ছে। মেলা চলবে ১২ আগস্ট হবে।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**